بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৭ জুন ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সম্মান লাভ করলো অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের খোদ্দাম সদস্যবৃন্দ

"তুমি যখনই কিছু করো না কেন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা ও মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে"
– হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১২ জুন ২০২২, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া রাজ্যের মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৫-৪০ বছর বয়সী আহমদী তরুণ-যুবকদের অঙ্গ-সংগঠন) সদস্যদের সঙ্গে একটি ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর খোদ্দাম সদস্যবৃন্দ মেলবোর্নে অবস্থিত বুনজিল প্লেস কনফারেন্স সেন্টার থেকে সভায় ভার্চুয়ালি (অনলাইনে) সংযুক্ত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যবৃন্দ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন খোদ্দাম উল্লেখ করেন যে, তিনি সামোয়ান বংশোদ্ভুত এবং বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে যোগদান করেছেন। তিনি হুযূর আকদাসকে প্রশ্ন করেন, ইসলামে নব দীক্ষিতদের তাদের সমাজে বংশ-পরম্পরায় প্রচলিত সাংস্কৃতিক রীতি-রেওয়াজের বিষয়ে কী করা উচিত এবং তাদের পূর্বপুরুষদের ভিন্নধর্মী জীবনধারা থেকে তাদের দূরত্ব বজায় রাখা উচিত কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমরা যা বিশ্বাস করি তা এই যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক দেশ ও জাতির কাছে নবী প্রেরণ করেছেন। তারা প্রত্যেকেই একই শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন এবং তা হলো, খোদার সম্মুখে নত হওয়ার শিক্ষা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্যসমূহ পালন

করার শিক্ষা, আর এর পাশাপাশি তারা আমাদেরকে উত্তম নৈতিক গুণাবলি শিক্ষা দিয়েছেন। প্রত্যেক ধর্মেই এ বিষয়টি অভিন্ন। এ কারণে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলার নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, 'বলো, হে আহলে কিতাবগণ, আমাদের মাঝে যে বিষয়সমূহে ঐকমত্য রয়েছে, সেগুলোর দিকে আসো' এবং এগুলোর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এক ও অদ্বিতীয় খোদার ইবাদত করা। সুতরাং, যা আমরা বিশ্বাস করি তা হলো, যদিও অনেক জাতি ও গোত্র রয়েছে, তবে তারা সকলেই তাদের নবীদের দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিল। প্রতিটি ধর্মের আদি শিক্ষা ছিল তাদের জাতিকে পথ দেখানোর ও তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'লার বাণী পৌঁছানোর, আর এগুলোর মূল বার্তা ছিল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'লার সামনে নত হও ও উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শন করো। একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করো। এটিই হলো সর্বজনীন বিষয়।"

হুযূর আকদাস আরও উল্লেখ করেন যে, পবিত্র কুরআন হলো এমন এক পরিপূর্ণ গ্রন্থ যা পূর্ববর্তী নবীগণ ও গ্রন্থসমূহের উত্তম বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত করেছে এবং আরো নতুন নতুন শিক্ষা প্রকাশ করেছে।

এরপর একজন মুসলমান কোন্ কোন্ সাংস্কৃতিক পরম্পরা ধারণ করতে পারে হুযূর আকদাস তা নির্ধারণের নীতি বর্ণনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একটি মৌলিক বিষয় যা তোমার মনে রাখা উচিত তা এই যে, এমন যেকোনো রীতি-রেওয়াজ যা আল্লাহ্ তা'লার একত্ব ও অদ্বিতীয়তাকে অস্বীকার করে তা পরিত্যাগ করা উচিত। এর বাইরে কিছু সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে যার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, যা তোমাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে, রোযা রাখায়, পবিত্র কুরআন পাঠে এবং উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শনে বাধা দেয় না। যদি কোনো রীতি বা রেওয়াজ তোমাকে এগুলোতে বাধা না দেয়, তবে তার চর্চা তুমি করতে পারো। অন্যথায় যদি তা ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে তোমাকে তা থেকে বিরত হতে হবে। এছাড়া, কোনো সমস্যা নেই।"

ইসলাম ধর্ম যে সকল মানুষের জন্য তার ওপর গুরুত্বারোপ করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"দেখো, ইসলাম একটি সর্বজনীন ধর্ম। বিশ্বজুড়েই মানুষজন ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এখনো করছে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহ্য রয়েছে। সুতরাং, তারা তা চর্চা করতে পারে যতক্ষণ সেগুলো ইসলামের মৌলিক শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। বিবাহ উদযাপনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন রীতি রয়েছে। তুমি তা পালন করতে পারো, যদি তা ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। যদি তা আল্লাহ্‌র একত্ব ও অদ্বিতীয়তাকে অস্বীকার না করে, তবে তুমি তা করতে পারো। তুমি যখনই কিছু করো না কেন, আল্লাহ্ তা'লার পবিত্রতা ও মর্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। এটাই মৌলিক বিষয়।"

অপর এক অংশগ্রহণকারী যিনি ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে আফগানিস্তান হতে শরণার্থী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় আগমন করেছেন তিনি প্রশ্ন করেন যে, হুযূর আকদাস আফগানিস্তানে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভবিষ্যৎকে কীভাবে দেখছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"তুমি আফগানিস্তান ছেড়ে এসেছো এবং অন্যরাও চলে আসছে। সুতরাং সেখানে কীভাবে [ইতিবাচক] ভবিষ্যৎ থাকতে পারে? আহমদী মুসলমান যারা এখনো সেখানে আছেন, তারাও চলে যাচ্ছেন। যখন সাহেবযাদা আবদুল লতীফ শহীদ [আফগানিস্তানে] শাহাদাত বরণ করেছিলেন তখন মসীহ্ মওউদ (আ.) ঘোষণা করেছিলেন যে, 'হে অভাগা ভূমি, তুমি খোদার চোখে অধঃপতিত হয়েছো।' সুতরাং, যতক্ষণ না আহমদী মুসলমানরা সেই দেশে বিস্তারের সুযোগ লাভ না করবে, তা অধঃপতিতই থাকবে। যেহেতু সকল আহমদীরা সেখান থেকে অভিবাসিত হচ্ছে, সেহেতু এটি আরও পতিত হবে। প্রত্যেক জাতির জন্যই উত্থান ও অধঃপতনের যুগ বিদ্যমান থাকে। যখন পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহ্ তাদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন। একবার এর অধঃপতন যখন এর নিকৃষ্টতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং আহমদী মুসলমান সদলবলে দেশ ত্যাগ করে আর পরিস্থিতি ধ্বংসের চরম শিখরে উপনীত হয়, তখন এটি সম্ভব যে, সেই দেশে কোন ব্যক্তি দণ্ডায়মান হবেন যিনি একে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রক্রিয়া শুরু করবেন এবং দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পুনরায় বিস্তার লাভ করবে। তখন দেশটির ভবিষ্যৎ পুনরায় উজ্জ্বলতর হতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে, আমি কোনো ইতিবাচক ভবিষ্যৎ দেখতে পাই না। তুমি এখানে (অস্ট্রেলিয়ায়) চলে এসেছো আর তাই তোমার নিজের দেশের জন্য দোয়া করে যাওয়া উচিত। তোমার চেয়ে অধিক আন্তরিকতার সাথে কে দোয়া করতে পারে, কেননা তোমার নিজ দেশের জন্য তোমার এক অনুভূতি রয়েছে।"

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যেখানে একজন খাদেম উল্লেখ করেন যে ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যেমন মক্কা বিজয় বা মদীনায় হিজরতের পর বৃহত্তর পরিসরে পরিবর্তন এবং দীক্ষা গ্রহণ হয়েছে। তিনি জানতে চান আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্রুতগতিতে উন্নতি এমনই কিছু বড় বড় ঘটনার পরই সংঘটিত হবে কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"সকল ধর্মই কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার পরে (দ্রুতগতিতে) বিস্তার লাভ করেছে। রোমান সম্রাটের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরই খ্রিস্টধর্ম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। যদিও এর ফলস্বরূপ, তারা শিক্ষায় পরিবর্তন করেছে এবং

সেটি বিকৃত হয়েছে, তবুও [এটি সাব্যস্ত করে যে] এমন ঘটনা ঘটে থাকে। সুতরাং, নিদর্শন সংঘটিত হবে - এটি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর নিকট আল্লাহ্ তা'লার একটি প্রতিশ্রুতি আর এটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। এ কারণেই মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে তিনি ঈসা (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্য নিয়ে এসেছেন এবং ঈসা (আ.)-এর ধর্মবিশ্বাস বিস্তার লাভ করতে ৩০০ বছরের বেশি সময় লেগেছিল। সুতরাং ৩০০ বছর অতিক্রান্ত হবে না, যখন এই পৃথিবীতে তুমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখতে পাবে। নিশ্চিতভাবে, এমন ঘটনাসমূহ সংঘটিত হবে যার পরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উন্নতি সংঘটিত হবে, ইনশাআল্লাহ্ ... আল্লাহ্ ভালো জানেন কখন এটি ঘটবে। প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার ৩০০ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এমনটি সংঘটিত হবে। এখন ১৩৩ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই আমি বলেছি যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য আগামী ২০-২৫ বছর অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এই সময় পর্যন্ত এর বিস্তার কতখানি হয় তা আমরা অবলোকন করবো। তারপর, ইনশাআল্লাহ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ব্যাপক বিস্তারের একটি যুগ সূচিত হবে।"

একজন খাদেম তার অ-আহমদী এবং অমুসলিম বন্ধু-বান্ধবদের আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে অবহিত করার এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে যারা নেতিবাচক মনোভাব রাখেন তাদের সাথে কথা বলার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি সম্পর্কে হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান।

"তুমি একজন জন্মগত আহমদী মুসলমান। সুতরাং, অনুধাবন করার চেষ্টা করো তুমি কেন আহমদী মুসলমান। (যদি) তুমি নিজেই না জানো আহমদীয়াত কী, তুমি কীভাবে তোমার পরিচিতজনদের অবহিত করবে যে তুমি একজন আহমদী মুসলমান? ... যখন তোমার সতীর্থ-সহপাঠী এবং বন্ধু-বান্ধব এটি অবলোকন করবে যে, তোমার মাঝে কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তুমি অপরাপর মুসলমান থেকে ভিন্ন, তুমি নৈতিকভাবে উন্নত, আর কোন মন্দ অভ্যাসে তুমি লিপ্ত নও, তখন তারা জানবে যে এরাই সেই সকল মানুষ যারা আমাদের থেকে ভিন্ন। আর তখন তারা তোমার কথা শোনার জন্য সচেষ্ট হবে। যদি তারা মুসলমান হয়ে থাকেন, তুমি তাদেরকে বলতে পারো যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে গ্রহণ করার কারণেই আজ আমার মাঝে এই পরিবর্তন।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"বেশকিছু নব দীক্ষিত তাদের নিজেদের আচার-আচরণে, তাদের দৃষ্টি ভঙ্গিতে, তাদের জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছেন। আর, তাদের মাঝে এই পরিবর্তন দেখে, তাদের নিকট আত্মীয়, তাদের বন্ধু তাদেরকে প্রশ্ন করেছেন, 'তোমার মাঝে এই পরিবর্তন কিভাবে সাধিত হলো?' আর তারা এর ব্যাখ্যায় কারণ বর্ণনা করেছেন যে, 'এর কারণ

এই যে, এখন আমি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অবলোকন করেছি এবং আমি এর অনুশীলন করছি। এই কারণেই এটি আমার পুরো জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে এবং বর্তমানে আমি একজন অনুশীলনকারী মুসলমান।’ সুতরাং, যদি তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব, অ-আহমদীদের সামনে তোমার নিজ দৃষ্টান্ত স্থাপন করো, তখন তারা লক্ষ করবেন যে, ‘সে একটি আহমদী মুসলমান বালক। এই অল্প বয়সেও আল্লাহ্ তা’লার সাথে তার একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সে পাঁচ বেলার নামায পড়ে, কুরআন পাঠ করে, মুখে যা বলে সেই অনুযায়ী নিজে চলে। তখন তারা তোমার কথা শুনবেন। আর এভাবেই তুমি ঐ সকল লোকের মনে তোমার সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে তা দূর করতে সমর্থ হবে। সুতরাং তোমাকে নিজের মাঝে পরিবর্তন আনতে হবে। তোমার পরিচয় কী প্রথমে তোমাকে তা অনুধাবন করতে হবে।”